দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 FEB 2014
পৃঃ ৩ ... কলাম ৭

প্রাথমিকে ঝরেপড়া কমাতে চাই শিক্ষাবৃত্তি বৃদ্ধি ও দুপুরে খাবার

গবেষণা রিপোর্টে সুপারিশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষায় বৃত্তি কর্মসূচির কারণে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়লেও ঝরে পড়ার হার কমেনি। এখনো এ হার অনেক বেশি বলে জানান। তবে বৃত্তি প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সমতা এসেছে। এক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার কমাতে শিক্ষা বৃত্তি বাড়ানো এবং শিক্ষার্থীদের স্কুলে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন বক্তারা।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও ইউনিসেফ যৌথভাবে পরিচালিত 'বাংলাদেশ প্রাইমারি এডুকেশন স্টাইপেন্ডস অ্যাচিভমেন্টস এন্ড চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও শিশুশ্রম নিরসনে প্রাথমিক পর্যায়ে বৃত্তি প্রদান কর্মসূচির কার্যকারিতা নিরূপণের উদ্দেশে এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম.এ.মান্নান, মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। অর্থনীতিবিদ ও পিপিআরসি-এর চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য উপস্থাপন করেন। আরও বক্তব্য রাখেন ইউনিসেফ প্রতিনিধি প্যাসকেল ভিলনোভ, 'ক্যাম্পে'-র নির্বাহী পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী, গণশিক্ষা সচিব কাজী আখতার হুসাইন, প্রাইমারি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ প্রমুখ।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি (পিইএসপি) অব্যাহত রাখা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ব্যয় ও ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা রোধ করতে গবেষণা প্রতিবেদনে বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। সেই সাথে গবেষণায় শহরাঞ্চলের দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে সেই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণির একজন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য বার্ষিক খাবার খরচের জন্য (টিফিন) একটি পরিবারকে চার হাজার ৭৪৪ টাকা ব্যয় করতে হয়। শিশুদের স্কুলে পাঠানোর জন্য সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোর পক্ষে এই ব্যয় বহন করা কঠিন। সাধারণত চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণিতে এসে দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া ছেড়ে দেয়ার হার বেশি। কেননা বৃত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ তাদের শিক্ষা তথা পারিবারিক ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে অতিরিক্ত দেড় হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। যা এই মুহূর্তে দেয়া সম্ভব নয়। অর্থমন্ত্রীর এ কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণস্বাক্ষর অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। তিনি আরো বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে খরচ সবচেয়ে কম। যা জিডিপির প্রায় ২ দশমিক ৬ ভাগ। তিনি ঝরে পড়ার হার কমাতে স্কুলগুলোতে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন।

ইউনিসেফ প্রতিনিধি প্যাসকেল ভিলনোভ বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সমতা আনয়নে বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করেছে। তবে সকল শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য নিরসনে এখন অধিক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু, শহরাঞ্চলে দরিদ্র এলাকায় বসবাসরত শিশু, আদিবাসী শিশু এবং শিক্ষার গুণগত মান অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত এবং এই বিষয়গুলো বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে।

উল্লেখ্য, ২০০২ সাল থেকে ২০০৩ সালে শুরু হওয়া প্রাথমিক শিক্ষায় বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত। ছয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এই কর্মসূচির আওতায় ৭৮ লক্ষ শিশু বৃত্তি পেয়ে আসছে। যার মধ্যে রয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, সরকার অনুমোদিত বেসরকারি সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সরকার স্বীকৃত কমপক্ষে ১০০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এমন মাদ্রাসা। ২০০২ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের শুরু থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তির মূল্যমান ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা বরাবরই অপরিবর্তিত রয়েছে।